সমকাল

তারিখ ... 22 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৮...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষা ছাড়া অনার্সে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক

■ সাব্বির নেওয়াজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে চলতি বছর থেকে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভর্তিচ্ছুদের আবেদনের ভিত্তিতে তাদের এসএসসি ও এইচএসসির ফলের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রকাশ করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী ১ অক্টোবর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজগুলোয় স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। গত ১৭তম সিনেট অধিবেশনে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই কেবল এসএসসি ও এইচএসসির ফলের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদের সভাপতিত্বে ভর্তি পরিচালনা কমিটির সভায় সিনেট অধিবেশনের সিদ্ধান্তের আলোকেই ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিনেট অধিবেশনের সিদ্ধান্তের পর ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা সারাদেশে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

পরীক্ষা ছাড়া অনার্সে ভর্তির

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

এর প্রতিবাদে মানববন্ধন, সড়ক অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বরাবর স্মারকলিপিও দেন তারা। লিখেছেন খোলা চিঠি। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, বিষয়টি নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে গতকাল ভর্তির কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিচ্ছুরা বলছেন, মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে পিছু হটেছে। তারা বলেন, বর্তমান জিপিএ ভিত্তিতে মেধা মূল্যায়ন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সেখানে উচ্চশিক্ষায় ভর্তিতে যদি এই বিতর্কিত পদ্ধতিকে মেধা মূল্যায়নের মাপকাঠি ধরা হয়, তবে তা বিতর্কিতই থেকে যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে অনার্সে ভর্তি করার পদ্ধতি চালু করার সময় এখনও আসেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সৃজনশীল, মননশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারব, ততক্ষণ এ পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা থেকেই যাবে। তিনি বলেন, জিপিএ ৫ পাওয়া একজন শিক্ষার্থীকে যে মেধা আমাদের দেওয়ার কথা, সেটি দিতে পারছি না। এর কারণ দক্ষ শিক্ষকের অভাব। এ পদ্ধতিতে ৭০ ভাগ মেধা মূল্যায়ন হয়তো হতে পারে। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে অনেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটি সময় ও মতামতের ভিত্তিতে করলে ভালো হতো।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এবার একাদশ শ্রেণীতে জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তিতে যে বিড়ম্বনায় পড়েছিল শিক্ষার্থীরা তাতে সবার এ পদ্ধতি থেকে মন উঠে গেছে। আর এটি যেহেতু উচ্চশিক্ষার ভর্তি সেখানে অবশ্যই মেধার ভিত্তিকে সঠিক মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সবার মতামত নিয়ে এটি করলে বিতর্কমুক্ত হতে পারে বলে জানান তারা।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের পর ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা একটি খোলা চিঠি পাঠান ভিসি বরাবর। সেখানে তারা বলেন, যে জিপিএ নিয়ে এখনও বিতর্ক কাটেনি, সে পদ্ধতিতে ভর্তি করানো হলে পুরো প্রক্রিয়াই প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাবে। উচ্চশিক্ষার কফিনে এটি শেষ পেরেক ঠোকা হবে।

চিঠিতে শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, আমরা যারা গ্রামের বা মফস্বলের ছাত্রছাত্রী তারা নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে শহরের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অনেকাংশেই পিছিয়ে পড়ি। এর মধ্যে অন্যতম কারণ ভালো মানের কলেজ ও শিক্ষকের অভাব এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য তারা ভিসির কাছে দাবি জানান।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ১ ডিসেম্বর থেকে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হবে। অধিভুক্ত কলেজগুলোতে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ২ লাখ ৪ হাজার ২শ' আসন রয়েছে। ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে জানানো হবে।